সমকাল

তারিখ ... 16 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা

ড. আবদুল্লাহ ইকবাল

অন্যদৃষ্টি

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিটি অভিনব। পদ্ধতিটি ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিসংশ্লিষ্ট কষ্ট-দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা নিঃসন্দেহে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য একই পরীক্ষার্থীকে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়ই অংশগ্রহণ করতে হয়। কারণ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীটির পক্ষে জানা বা বোঝা অসম্ভব যে কোথায় সে ভর্তির সুযোগ পাবে। ফলে পুরো ভর্তি প্রক্রিয়াটি ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের জন্য কষ্টকর, ব্যয়সাপেক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ ভর্তি ফরম পূরণ, যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া, নিরাপত্তাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক আবেদন করার পরও আবেদনকৃতদের অনেকেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না; যদিও সবার কাছ থেকে আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফি নেওয়া হয়। এই সময়টিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিয়ত ছুটতে হয় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এমনও দেখা যায়, আজকে দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, পরদিন অন্য প্রান্তে। কখনও কখনও দেখা যায়, একই দিনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। যার ফলে ফরম পূরণ করেও ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। আর এসব বিষয় বিবেচনা করেই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট ও ভোগান্তি কমানোর উদ্দেশ্যেই 'সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা' বা 'গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা' নামক পদ্ধতিটির পরিচিতি ঘটে।

আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা আমাদের দেশের খুব সাধারণ পরিবারের সন্তান, যারা অভিভাবকের স্বল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই এই স্বল্প আয়ের মানুষদের/পরিবারগুলোর জন্য কি বিবেকবান মানুষদের কিছুই করার নেই? আমি মনে করি, অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল ও তার স্ত্রী অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন হক নিজেদের দায়িত্ববোধ আর বিবেকের জবাবদিহিতার অংশ হিসেবেই এ সমন্বিত পদ্ধতিটি নিয়ে লড়েছেন। এমনকি পদ্ধতিটি টিকিয়ে রাখতে গত ২৬ অক্টোবর তারা পদত্যাগ করেছিলেন। আমাদের দেশের যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবই এমন 'সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা' বা 'গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা'র আওতায় আনার উদ্যোগ সরকার থেকেই নেওয়া উচিত মনে হলেও তাদের ভূমিকাই এখন প্রশ্নবিদ্ধ! কারণ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি নিয়ে দেশে প্রথম সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা (শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে) চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সরকারের যথাযথ ভূমিকার অভাবেই আজ এ নিয়ে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি। আমি নিশ্চিত, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি বেশির ভাগ শিক্ষকও এই 'সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা' বা 'গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা' পদ্ধতিকে সমর্থন করবেন। কিছু শিক্ষক এই পদ্ধতিটির বিরোধিতা করবেন এই ভেবে, এতে তাদের বার্ষিক আয়ের একটি খাত হয়তো সংকুচিত হবে/ কমে যাবে! বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তাব্যক্তিরা হয়তো এই পদ্ধতিটির ভুল ব্যাখ্যা দেবেন। কারণ এতে তাদের বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতছাড়া হয়ে যাবে। কারণ এই ভর্তি উৎসবে (!) বিপুল পরিমাণ ভর্তিবাণিজ্য হয়ে থাকে বিধায়!)। তবে আশা করি, ওই দু'জনের মতো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপভাবে জাগ্রত বিবেকের শিক্ষকদের প্রতিবাদী অথচ সৃষ্টিশীল ভূমিকা রেখে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণের কথা ভেবে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করতে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই মানুষ জানবে যে, সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জাতির বিবেক। সে সঙ্গে শিক্ষকরাও পরিতৃপ্তি পাবেন এই ভেবে যে, সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে পারলাম। পাশাপাশি যিনি বা যারা এই পদ্ধতিটিকে না বুঝে বিরোধিতা করছেন, তাদেরও বোধোদয় হবে যে, সত্যিই এই পদ্ধতিটি ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণকামী।

সহযোগী অধ্যাপক : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
iqbal21155@bau.edu.bd